4.) সমাজ দর্শনকে সমাজ বিজ্ঞান গুলির সর্বশেষ যুক্তি রূপে গণ্য করা হয় — আলোচনা কর।

=> **ভূমিকা** — মানুষ সমাজবদ্ধ জীব রূপে পরিচিত। প্রত্যেক মানুষের জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু। সামাজিক মানুষ নানাবিধ পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে বসবাস করে এবং এই পারস্পরিক সম্পর্কের আত্মিক রূপ সমাজ। প্রত্যেক সমাজের মানুষের নৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, গৌতিক নানাবিধ সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। এবং প্রত্যেক সমাজে পিতা ও পুত্রের মধ্যে, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে, শ্রমিক ও শ্রমিকের মধ্যে, কর্মকর্তা ও কর্মীর মধ্যে যে সব সম্পর্ক তা মোটামুটি ভাবে নির্ধারিত থাকে। মানুষের সঙ্গে মানুষের এই সব সম্পর্কের যে জটিল সমগ্রতা বা জটাজাল তাই সমাজ।

প্রতি প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ তার সমাজকে ভাবতে ভালবাসে। প্লেটো তাঁর "রিপাবলিক" (Republic) গ্রন্থে, আরিস্টটল তাঁর "পলিটিক্স" ও "নিকোমাকিয়ান এথিক্স" গ্রন্থে সমাজ বা রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও তার শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেন। প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থে, বিশেষত উপনিষদ, স্মৃতি গ্রন্থ, পুরাণ ইত্যাদিতে ও প্রাচীন সমাজের রীতি-নীতি, আচার আচরণ, রীতি ইত্যাদির উল্লেখ ও আলোচনা আছে। তবে এসবের কোন ক্ষেত্রেই সমগ্র সমাজকে আলোচনার বিশেষ বস্তু রূপে গ্রহণ করা হয়নি। এ প্রসঙ্গে সমাজের বিশ্লেষণ হয়নি।

কোন এক দিকের আলোচনাকেন্দ্রিক সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিত বলা হয় সমাজ বিজ্ঞান। বিজ্ঞান যেমন জ্ঞান এর বিশেষ কোন একটি দিক নিয়ে আলোচনা করে, সমাজ বিজ্ঞানও তেমনি সমাজের বিশেষ একটি দিক নিয়ে — অর্থনৈতিক সমস্যা, রাজনৈতিক সমস্যা, ধর্মীয় সমস্যা, প্রভৃতি দিক নিয়ে আলোচনা করে। এই সমস্ত অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্মতত্ত্ব, নীতিতত্ত্ব প্রভৃতি সামাজিক বিজ্ঞান। অর্থনীতি কখন সমাজের মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে, রাজনীতি কখন রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে, ধর্ম কখন ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে আলোচনা করে। সুতরাং, সামাজিক বিজ্ঞান গুলি সমাজস্থ মানুষের বিভিন্ন ক্রিয়া কর্মের, সমাজের বিভিন্ন দিকের আলোচনা করে থাকে। সামাজিক সম্বন্ধের সমগ্র সমাজের কথা ও সামাজিক সম্বন্ধের সমগ্র কাঠামোর আলোচনা করে না।

অর্থনীতিকে, যে শাস্ত্রে সমাজের সামগ্রিক আলোচনা করা হয় অর্থাৎ পরিপ্রেক্ষিত তাকে বলে "সমাজতত্ত্ব"। সমাজতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় হল সামাজিক সম্বন্ধ। এখানে অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্মীয় ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হলেও সে সব আলোচিত হয় সামাজিক সম্বন্ধ হিসেবে। সমাজতত্ত্ব সমাজকে সামাজিক সম্বন্ধ হিসেবে আলোচনা করার ক্ষেত্রে এই সব বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞান গুলিকে এক সূত্রে গ্রথিত করে। অবশ্য পক্ষে সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার সূত্রপাত করেছিল আগস্ট কোঁত,

শব্দটি থেকে শুরু হয়। ফরাসি দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক "অগাস্ট কোঁত" (August Comte) — সর্বপ্রথম সমাজতত্ত্ব শব্দটি প্রয়োগ করে সমাজের সমগ্র কার্যাবলিকে, সর্ববিধ সামাজিক সম্পর্ককে এবং তাদের অন্তর্নিহিত ভাব সহকে সমাজতত্ত্বের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেন।

তবে সমাজতত্ত্ব সমাজের সামগ্রিক আলোচনা হলেও তাকে পুরোপুরি আলোচনা বলা চলে না। সমাজ বিজ্ঞানের নাম সমাজতত্ত্ব ও বহুবিধ, বহু পরিপ্রেক্ষিত। সমাজতত্ত্বে বিভিন্ন সামাজিক সম্বন্ধ গুলি বাস্তবত যেমন কেবল তার আলোচনা করা হয়, তাদের মূল্য নির্ধারণ করা হয় না। তবুও তারা 'ভালো' অথবা 'মন্দ' — এমন বিচার করা হয় না, এছাড়া সমাজ সংক্রান্ত আলোচনাকে পুনর্গঠন করার জন্য সমাজ দর্শনের প্রয়োজন হয়, কেননা দর্শন তার আলোচনাকে কেবল বাস্তব ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে না, যা ঘটা উচিত অথবা তাদের সম্পর্কেও একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়।

সমাজতত্ত্ব যে সব সামাজিক সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনা করে তা সমাজের গতি প্রকৃতির পরিবর্তন ও বিবর্তনের ইতিহাস, লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নয়। বিভিন্ন ইতিহাস ও আদর্শ পরস্পর বিভিন্ন নয়। ইতিহাসকে উদ্দেশ্য ধরলে, যেমন

উদ্দেশ্য নাটকে হয় না, তেমনই উদ্দেশ্য বা আদর্শকে অস্বীকার করলে কল্লোল যুগ সামগ্রিক সমাজ চেতনা সমাজের আলোচনায় কল্লোলকে যেমন গ্রহণ করে, তেমন গান্ধী বা আদর্শের ভিত্তিতে সেই সব সমস্যাকে ভিন্নো — মনে, ভাবি — আরাধি ইত্যাদি বলেও বিচার করে। — এ ধারার কালিকেই আলোচনা না হলে সমাজের আলোচনা পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। — এজন্যই 'দিনেশ্বর' বলেন যে, "সমাজ দর্শন হল সামাজিক বিচার সম্বন্ধের সুবর্ণ — মুকুর স্বরূপ।"

— 0 —

ইব্রাহিম হক —
(কল্লোল বিভাগ)
28.04.2020.